সমাজকল্যাণ বার্তা

সমাজসেবা অধিদফতরের মাসিক মুখপত্র

সমাজসেবা অধিদফতর DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

রেজি নং : ৭৩/৭৬ বর্ষ ৮ সংখ্যা ২ ডিসেম্বর ২০১৬

২৫ তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ১৮ তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০১৬

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৩ ডিসেম্বর ২৫ তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ১৮ তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০১৬ উদযাপন উপলক্ষে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদফতর, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ও জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম যৌথভাবে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ি, ১৭টি লক্ষ্য অর্জন করি (Achieving 17 Goals for the Future We Want)'।

সমাজসেবা অধিদফতর সম্প্রতি সারা দেশে জরিপ চালিয়ে ১৫ লাখেরও অধিক বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী মানুষ শনাক্ত করেছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ছবিসহ তথ্যাদি *Disability Information System* ডাটাবেজ এ সন্নিবেশ করা হচ্ছে। তাদের প্রত্যেককে বর্তমানে লেমিনেটেড পরিচয়পত্র দেয়ার কাজ চলমান রয়েছে। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে তাদের সবাইকে স্মার্ট কার্ড দেয়ার পরিকল্পনাও সরকারের রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, প্রতিবন্ধী, অটিষ্টিক ও বৃদ্ধদের রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা ব্যবস্থার আওতায় আনতে জীবনচক্রভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। তিনি বলেন, 'অটিষ্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশুদের দক্ষতা ও সক্ষমতার নিরিখে তাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জীবনমান উন্নয়নে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। প্রত্যেক প্রতিবন্ধী এবং অটিষ্টিক ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক, চিকিৎসা এবং শিক্ষা সহায়তা দেয়া হবে। প্রতিটি স্কুলে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা অর্জনের ব্যবস্থা থাকতে হবে, যাতে আর দশটা স্বাভাবিক শিশুর সঙ্গে মিশে তারা শিক্ষা লাভ করে সমাজের মূল ধারায় সম্পৃক্ত হতে পারে'। প্রধানমন্ত্রী সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের জন্য পথ প্রশস্ত করতে কর্পোরেট সেক্টর এবং বিত্তবান মানুষসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এমপি এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ডা. মোঃ মোজাম্মেল হোসেন এমপি বক্তব্য দেন।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি এর সভাপতিত্বে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ জিল্লার রহমান এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের সভাপতি রজব আলী খান নজিবও অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। প্রধানমন্ত্রী প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনটি ক্যাটাগরিতে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থার মধ্যে ক্রেষ্ট ও সনদপত্র বিতরণ করেন।

অন্য পাতায়

শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	২
আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস-২০১৬	২
আইনের সংঘাতে জড়িত ও সংস্পর্শে আসা শিশু, কিশোর/কিশোরীদের মনোসামাজিক উন্নয়নে ভিডিও কনফারেন্সের শুভ উদ্বোধন	৩
কোচিং সাইকেল	৩
ইনোভেশন বার্তা	৪ ও ৫
৩৮তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	৬
গণশুনানী	৬
সাফল্যগাঁথা	৭
কেস স্টাডি: প্রবেশন অ্যান্ড আফটার কেয়ার সার্ভিসেস	৭
চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮	৮

সমাজসেবা অধিদফতরের আওতাধীন শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের অন্যতম একটি প্রচেষ্টা হল শহরকেন্দ্রীক দরিদ্র জনগণের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা। বর্তমানে দেশের ৬৪ জেলায় মোট ৮০টি ইউনিটে সাফল্যের সাথে এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। শুধু শহরে বসবাসরত বেকার যুব সম্প্রদায়ই নয়; সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত সরকারি শিশু পরিবারের এতিম নিবাসী বেসরকারি এতিম খানা/শিশুসদনের এতিম নিবাসী ঢাকা শহরে উচ্চশিক্ষার্থে আসা বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজের ছাত্রছাত্রী/প্রতিবন্ধী ব্যক্তি/দলিত, বেদে, হিজড়া জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণেচ্ছু ব্যক্তিরাও এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেকে স্বাবলম্বী করতে পারে। বর্তমানে ১৮টি ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া প্রতিটি শহর সমাজসেবা কার্যালয় স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে কারিগরী শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদনক্রমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নাম

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নাম 'দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, ...'।

প্রশিক্ষণার্থীদের যোগ্যতা

শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় সংশিষ্ট এলাকার সকল শ্রেণীর ব্যক্তির প্রশিক্ষণ গ্রহণের অধিকার রয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণের ক্ষেত্রে একজন প্রশিক্ষণার্থীর নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক :

১. প্রশিক্ষণার্থীকে অবশ্যই সংশিশ্লষ্ট এলাকার বসবাসকারী হতে হবে।
২. প্রশিক্ষণার্থীর ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা (ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং, সার্টিফিকেট ইন বিউটিফিকেশন, ব্লক,বাটিক এন্ড প্রিন্টিং - অষ্টম শ্রেণী) এস.এস.সি. পাশ।
৩. নির্ধারিত সময়ে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে গিয়ে আবেদন করতে হবে।
৪. অনলাইনে প্রশিক্ষণার্থী আবেদন করতে পারবে।
৫. অনলাইনে প্রশিক্ষণার্থী রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে।
৬. প্রশিক্ষণার্থীকে অবশ্যই প্রশিক্ষণের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে।

প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড যথাসময়ে পরীক্ষা গ্রহণ ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন করবে।

সনদপত্র

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড সনদপত্র প্রদান করবে।

প্রশিক্ষণ কোর্স

১. বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের তালিকাভুক্ত ট্রেড হতে স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী যে কোন ট্রেড নির্বাচন করা যাবে।
২. কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাস/কারিকুলাম/মডিউল অনুযায়ী ৩-৬ মাস মেয়াদি/৩৬০ ঘন্টার প্রশিক্ষণ কোর্স (জানুয়ারি - জুন ও জুলাই - ডিসেম্বর/জানুয়ারি/মার্চ, এপ্রিল - জুন, জুলাই - সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর - ডিসেম্বর) সেশনে ভর্তি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

প্রশিক্ষণ সিলেবাস

বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সিলেবাস।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

ভর্তি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়/ আনুষাঙ্গিক খরচ

নির্বাচিত প্রার্থীকে ভর্তি ফি এককালীন ২৪০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রেশন ফি ৪৫০ টাকা অথবা এককালীন ১২০০ টাকা, মাসিক ২০০ টাকা ও রেজিস্ট্রেশন ফি ৪৫০ টাকা এবং কেন্দ্র ফি ২০০ টাকা সহ সর্বমোট ৩০৫০/-টাকা প্রদান করতে হবে। তবে সুবিধাবঞ্চিত গরীব, মেধাবী, এতিম, প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণার্থীদের ক্ষেত্রে সমন্বয় পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফি নির্ধারিত হবে। (স্থান, কাল, অবস্থানের প্রেক্ষিতে ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন ফি পরিবর্তনযোগ্য)।

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস-২০১৬

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের র‍্যালী

১ অক্টোবর ২০১৬ খ্রিঃ/ ১৬ আশ্বিন ১৪২৩ বঙ্গাব্দ আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০১৬ উদযাপন উপলক্ষে সমাজসেবা অধিদফতর মিলনায়তনে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ এম.পি। আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির। আলোচনা অনুষ্ঠানের শুরুতে ছিল র‍্যালী যা বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু হয়ে সমাজসেবা ভবন, সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা পর্যন্ত এসে শেষ হয়।

জাতিসংঘের আহবানে ১৯৯১ সাল থেকে প্রতি বছর ১ অক্টোবর বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল দেশে যথাযোগ্য মর্যাদা এবং গুরুত্বের সাথে পালিত হয়ে আসছে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস। এবছর ২৬ তম প্রবীণ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- Take a stand against ageism অর্থাৎ বয়স বৈষম্য দূর করুন। অধিকার ও মর্যাদার ভিত্তিতে সকলকে নিয়ে এক সুন্দর বিশ্ব সমাজ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষেই জাতিসংঘের এই উদাত্ত আহবান। আজকের এই সুন্দর সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সুনিপুণ কারিগর প্রবীণজণেরা। বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, পেশাজীবি, ব্যবসায়ী, এবং সংস্কৃতি ও গণমাধ্যমকর্মীসহ নাগরিক সমাজের নেতৃত্বে প্রবীণদের অবস্থান এবং উপস্থিতি অত্যন্ত সরব বলিষ্ঠ এবং প্রশংসনীয়।

বর্তমান সরকার প্রবীণ দরদী এবং প্রবীণ বান্ধব সরকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে প্রবর্তন করেন বিশ্বনন্দিত বয়স্কভাতা কর্মসূচি। সরকার প্রদত্ত সুরক্ষা কর্মসূচি যেমন, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ইত্যাদির সুবিধাও প্রবীণগণ গ্রহণ করছেন। প্রবীণদের অধিকার, স্বার্থ এবং সার্বিক কল্যাণ সংশ্লিষ্ট সরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার অনুমোদন করেছে বহু প্রতিক্ষিত প্রবীণ বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা-২০১৩ এবং পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন-২০১৩।

অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সমাজসেবা অধিদফতরের বিভিন্ন সোপানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রবীণ-নবীন সকলে জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, অবস্থান এবং সর্বপরি বয়সের বৈষম্য মুক্ত প্রবীণ বান্ধব সমাজ গড়ে একসাথে মিলেমিশে বসবাসের উপযোগী অনিন্দ্য সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলি।